ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র ফেলো-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

আবু সাঈদ মো.জুয়েল মিয়া
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (প্রাক্তন)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ
মো. খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি(প্রাক্তন)*
জাফর সাদিক চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. আলী হোসেন, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
তাহসীনুর রহমান তালুকদার, রুবিনা আক্তার ও মো. লুৎফর রহমান (খণ্ডকালীন)

কৃতজ্ঞতা
গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত তথ্যদাতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যমকর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ফেলো মো. জুলকারনাইন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা - এই তিনটি ধারার অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ (প্রায় ৬১ শতাংশ) সাধারণ ধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৮২ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিদেনে ফুটে ওঠে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী ৪২.৯ শতাংশ খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে।

সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষা খাত টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা খাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে

১. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা;
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা; এবং
৪. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই গবেষণায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাধারণ ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। গবেষণায় এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। মুখ্য তথ্যদাতার মধ্যে রয়েছেন মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীনস্ত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, এবং গণমাধ্যম কর্মী (মোট ৩২৫ জন)।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট আইনিও নীতিগত সক্ষমতা

শিক্ষা প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা হলেও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হলো।

- নতুন শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা হবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে শিক্ষানীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর খসড়া শিক্ষা আইনটি নিয়ে কাজ করা হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় এটি এখনো কার্যকর হয়নি। নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানে যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক' এর অফিস স্থাপন, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিতে'পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' গঠন, শিক্ষানীতির সময়োপযোগী ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করা এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরামর্শকারী সংস্থা হিসেবে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি 'স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা, শিক্ষকদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে 'আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে বিশেষ ব্যবস্থায় তা দূর করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

- ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপণ করা ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে বলা হলেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ আত্মস্থ করতে পারছে কিনা তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় চ্যালেঞ্জের (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতে) ঝুঁকি রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ -এ উন্নীত করার কথা বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নির্ধারিত অনুপাত প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এতে শ্রেণিকক্ষে

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া যেমন সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫।

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে একটি খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয় যা 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০০৬' নামে পরিচিত। তবে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরেও চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি। এতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা টাইম স্কেল, পেনশন সুবিধা ও পদোন্নতি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আর্থিক: শিক্ষা খাতে একটি দেশের মোট জিডিপির ছয় শতাংশ অথবা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। কিন্তু বাংলাদেশের বিগত দশ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় শতকরা হিসাবে এটি ১০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে জিডিপি'র সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম যা দুই শতাংশ থেকে প্রায় তিন শতাংশ। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষাখাতে জিডিপির প্রায় তিন শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিগত পাঁচ অর্থ-বছরের মোট বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতকরা হিসাবে এটি গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা: এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা সরকার প্রদত্ত মূল বেতনের শতভাগ বেতন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট, এবং অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা পেয়ে থাকে। তবে এসব আর্থিক সুবিধা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি। উৎসব ভাতা ২০০৪ সাল থেকে দেওয়া শুরু হলেও দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর এটি বাড়ানো হয়নি।

অষ্টম বেতন কাঠামোতে (২০১৫ সালে) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট পাঁচ শতাংশ ও বৈশাখী ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ দেওয়া হলেও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা উক্ত সুবিধাটি থেকে বঞ্চিত ছিল। পরবর্তীতে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জুলাই ২০১৮ থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এছাড়া অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর এককালীন অবসর ভাতা পেতেও বর্তমানে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন হতে চাঁদা কর্তন ও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অনুদান দিলেও তা অবসর তহবিলের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়।

মানবসম্পদ: শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু জনবল ঘাটতির কারণে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মাউশি অধিদপ্তরাধীন এবং এর সহযোগী সংস্থার অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে, যেমন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত পদের প্রায় ১২.০ শতাংশ পদ, প্রায় ৬৪.০ শতাংশ উপজেলায় সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, একাডেমিক সুপারভাইজারের প্রায় তিন শতাংশ পদ, প্রায় ৩৮.০ শতাংশ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, এবং জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সহকারী পরিদর্শকের অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১১.০ শতাংশ পদ শূন্য। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়া, প্রকল্পাধীন নিয়োগ, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণ সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং-এ মনিটরিং কর্মকর্তা রয়েছে মাত্র দুইজন। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে শূন্যপদ রয়েছে প্রায় ৫৮.০ শতাংশ। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৩০ জনবল নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও এর জনবল বৃদ্ধি পায়নি।

২.৩ পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, পাঠদানে উৎসাহ হ্রাস পায়, মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রভাষকদের চাকরিজীবনে প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্রভাষক পদে চাকরির আট বছর পূর্তিতে ৫:২ অনুপাতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকে। অনুপাত প্রথার কারণে একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রভাষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। পদোন্নতি-বঞ্চিত প্রভাষকগণের চাকরির অভিজ্ঞতা ও বেতন গ্রেড সুবিধাও সীমিত করা হয়েছে। গ্রেড প্রাপ্তিতে চাকরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল আট বছর। গ্রেডের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে নবম থেকে অষ্টম করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল নবম থেকে সপ্তম গ্রেডে। এছাড়া এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে 'সহকারী অধ্যাপক' পদটিকে পরিবর্তন করে 'জ্যেষ্ঠ প্রভাষক' পদ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্যাডারে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি না হয়ে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়ায় ব্যাচ অনুযায়ী সকল শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। তবে ইতোমধ্যে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যবর্তী 'সিনিয়র শিক্ষক' পদ সৃজন করা হয়েছে এবং ৫,৪৫২ জন শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৪ প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। যেমন, বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে-কলমে শিখতে পারছে না। সহকারী শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক সিপিডি (continuous professional development) প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। জানা যায়, ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম (এমএমসি) না থাকায় এবং এমএমসি'র উপকরণ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির চর্চার ঘাটতিতে মানসম্পন্নভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে প্রশিক্ষণের সময় পর্যাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটির ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। তাছাড়া সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন হওয়া এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়ায় নিজেরা সঠিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। সর্বোপরি প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতারও অভাব রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

২.৫ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস অনেক পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকলের বসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশ শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার পৃথক স্থান নেই এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাবের মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, কী-বোর্ড ইত্যাদি নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

৩. স্বচ্ছতা

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে মাউশি অধিদপ্তরের প্রায় সকল কার্যক্রম অনলাইনে হয়ে থাকে। তারপরও মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্যের ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা থাকে না বা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এতে শিক্ষক এমপিও'র ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ ও বিড়ম্বনা তৈরি হয়। শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও প্রক্রিয়াটি অনলাইন করা হলেও সফটওয়্যারটি সহজবোধ্য ও কার্যকর না হওয়ায় এর পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না শিক্ষকরা। যেমন, আবেদনের সময় শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে না এবং আবেদনে

কোনো ভুল হলে নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এতে এমপিও'র ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে পরবর্তীতে আবেদনটি শিক্ষা কার্যালয় থেকে ফেরত পাঠানো হয় এবং পুনরায় আবেদন করতে হয়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ না লিখে 'আবেদন অসম্পূর্ণ' লিখা হয়। এতে পরবর্তীতে আবেদন করলে প্রতিটি তথ্য নতুন করে যাচাই করতে হয়। অনলাইন এমপিও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ে ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে আবেদন-পরবর্তী অবসর ভাতা পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানো হয় না। এতে আবেদনকারী আবেদন করেই বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ ও তদবিরের চেষ্টা করে থাকে। কলেজের শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) অনলাইনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরে জমাকৃত এসিআর 'হারিয়ে যাওয়ার' অভিযোগ রয়েছে এবং এতে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পর্কিত আপত্তি ও যাবতীয় তথ্য সকলের জানার সুযোগ থাকে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে শুধু ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য বিবরণী দিয়ে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও কোনো কোনো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে, যেমন জনবল, বাজেট, নিরীক্ষা, তদন্তাধীন মামলা ইত্যাদি।

৪. জবাবদিহিতা

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনবল স্বল্পতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে ১৫টি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে ১৫টি, এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণকে প্রতি মাসে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ মাসে দুটি থেকে চারটি আবার কেউ ছয়টি থেকে সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণের ক্ষেত্রে এটি খুবই সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত করা হয় না।

পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান প্রধান/কমিটির কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও রাজনৈতিক প্রভাব/হেনস্তার কারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে মাঠ পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা পরিদর্শন প্রতিবেদন অনেকক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরে পাঠান না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন বছর থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়নি।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতিতে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি লক্ষণীয়। যেমন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক কাজ করতে করতে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছে; তবে তাদের খসড়া নিয়োগবিধিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। অন্যদিকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষক পদ হতে পদায়ন দেওয়ায় তারা উক্ত কার্যালয় বিগত সময়ে কি ধরনের কাজ করেছে বা প্রশাসনিক বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে জানে না, অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আবার নয়টি অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক পদটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে পদায়ন দেওয়া হয় এবং ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়িত। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকছে না।

এমপিও আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়ম বা ভুলের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহি কাঠামোর অনুপস্থিতি রয়েছে। নয়টি শিক্ষা অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদ সৃষ্টির দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর (১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের পরিপত্র) শুধু কলেজের এমপিও নিষ্পত্তির ক্ষমতা পরিচালককে (কলেজ) প্রদান করা হয়। এ দুটি পদ শিক্ষকদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হলেও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারগণ সেসিপ প্রকল্পাধীন বিধায় অন্যত্র চাকরি হলে চলে যাচ্ছে এবং চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করে। এতে শিক্ষা কার্যালয়গুলোতে সমন্বয়হীনতায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে কোনো কোনো কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলে না। শিক্ষা কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা নেই। উপবৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়মের মাধ্যমে উপবৃত্তির তালিকা তৈরি করা হয়।

৫.অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ এমপিওভুক্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতেও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল।

শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি: বর্তমানে শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রধান শিক্ষক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বরাবর আবেদন করে থাকে। পরবর্তীতে আবেদন গ্রহণ ও নথি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে জেলা শিক্ষা অফিসে এবং জেলা শিক্ষা অফিস থেকে উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করে। উপ-পরিচালকের কার্যালয় হতে এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হওয়ার পরেও শিক্ষক ও কর্মচারীর ভোগান্তি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি পূর্বের মতোই বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে চারটি স্থানে 'হাদিয়া বা সম্মানী' দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়ার অভিযোগ।

অনেক ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক আবেদনকারী শিক্ষকের সাথে চুক্তি এবং এমপিও আবেদন অগ্রায়নে 'শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশের জন্য অর্থ লাগবে' বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবেদনকারীর নিকট হতে অর্থ আদায় করে থাকে। অর্থ না দিলে আবেদনে ত্রুটি ধরা, অগ্রায়ন না করা, নথিগত সমস্যার কথা বলে সময়ক্ষেপণ করা হয়। এছাড়া প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এমপিওভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণে একটি শিক্ষা অঞ্চলে পাইলটিং প্রকল্প চালু এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চলে এটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা করা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হওয়ায় পাইলটিং প্রকল্পের ফলাফলের অপেক্ষা না করে সকল শিক্ষা অঞ্চলে এটি চালু করা হয়।

৫.২ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সহকারী গ্রন্থাগারিক, অফিস সহকারী ও এমএলএস নিয়োগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি। অন্যদিকে বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষ হলো শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসি)।

এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, 'প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে, অথবা পূর্বে এসএমসি/গভর্ণিং বডি কর্তৃক আপনাদের নিয়োগে অনেক টাকা দিতে হতো' -এটি বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার ও অন্যান্য একাডেমিক সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৩ শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলি

সরকারি চাকরিবিধিমালা অনুযায়ী তিন বছর পর পর বদলির বিধান থাকলেও তা নিয়মিত করা হয় না। অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আছে যারা দীর্ঘদিন একই স্থানে কর্মরত রয়েছে। কেউ ঢাকায় বা বিভাগীয় শহরে থাকার জন্য আবার কেউ প্রাইভেট বা কোচিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে ঢাকায় বা যেখানে এর সুবিধা রয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এটি ১০ থেকে ১২ বছর বা এর অধিক। তদ্বির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে বদলি বা পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের অভিযোগ রয়েছে।

৫.৪ পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি

পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রে তদ্বির, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ ও জনসংখ্যার সনদ নেওয়া এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন নেওয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

সকল শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা যেমন, আবেদন পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা, নতুবা পাঠদান অনুমোদনে বিলম্ব/পরিদর্শনে না আসা এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ/মধ্যস্বত্ত্বভোগী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদনের ব্যবস্থা করে থাকে যার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা, বিভাগ, বিষয় অনুমোদনে এবং শিক্ষকদের বিএড ও উচ্চতর স্কেল অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

৫.৫ ক্রয়

আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ এ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম (এমএমসি) দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এমএমসি'র (মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম) সকল উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের কথা বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হয় এবং উপকরণসমূহ প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগের অভিযোগ রয়েছে। সরাসরি ক্রয়ে বেশি টাকার ভাউচার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে। সরাসরি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি, পাঁচটি শিক্ষা অঞ্চলে শুধুমাত্র মডেম সরবরাহ করা হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি মাত্র আট শতাংশ।

উক্ত প্রকল্পে প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। প্রশিক্ষণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে দরপত্র আহবান করা হয়নি। কোটেশন ছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং প্রশিক্ষণ সনদ ছাপানো হয়েছে, ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর কোনো স্টক এন্ট্রি করা হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসামগ্রী ভেন্যু কর্তৃপক্ষ না পেলেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বাবদ ব্যয় করা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনে প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র ছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও সম্মানী নিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জানা যায়, সব ভেন্যুতে প্রকল্প পরিচালক 'প্রোগ্রাম পরিচালক' দেখিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাসে প্রায় ১৭ লাখ টাকা সম্মানী গ্রহণ করেছে। যদিও কোনো ভেন্যুতে সরেজমিন পরিদর্শন করার কোনো প্রমান ছিলনা। ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৬ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় জাল সনদ, নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতসহ নানান অনিয়ম পাওয়া যায়। জানা যায়, অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কখনো কখনো প্রভাব খাটানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথির বিভিন্ন দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ে যেমন চাপ প্রয়োগ করা হয়, নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতায় পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করা হয়। নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এক/দুই মাসের এমপিও'র অর্থ দাবি ও আদায় করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক "পরিদর্শনে অডিটর আসছে"বলে শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের নিকট হতে অর্থ আদায় করে। কখনো কখনো এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান আত্মসাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া উপ-পরিচালকগণ পরিদর্শনে যাওয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে টীমে না পাঠিয়ে একা পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির করে। পরিদর্শনে সংগৃহীত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বেশিরভাগ অংশ নিজের কাছে রাখার জন্য এই তদবির করা হয়। এক্ষেত্রে

পরিচালককে নানা ধরনের উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষায় অধিক পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই দপ্তরে কর্মকর্তাদের অবস্থান করারও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৭ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে কাজের মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়নি। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব হচ্ছে, যে কারণে অনেক শিক্ষককে অবসরে যেতে হচ্ছে সরকারি সুবিধা ছাড়াই। আবার শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতোই টিউশন ফি দিতে হচ্ছে। জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৮ অন্যান্য: কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে যেমন, মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজ্জে গমন ইত্যাদি কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ খরচের মাধ্যমে সিরিয়াল ভঙ্গ করে এর যে কোনো একটি ক্যাটাগরিতে ফেলে দ্রুত অবসর সুবিধা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশ প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের না পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। যেমন, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্পের শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমলার সংখ্যা বেশি ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সভাপতি মনোনীত করা হয়। এতে অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না যা শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত লোক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে শিক্ষকদের সাথে কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সারণি ১: এক নজরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ	৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০	স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/গভর্নিং বডি/এসএমসি
এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান	৫০,০০০-২,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ	২,০০,০০০-৩,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
শিক্ষক এমপিওভুক্তি	৫,০০০-১,০০,০০০	মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা	পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০)	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পাঠদান অনুমোদন	১,০০,০০০-৫,০০,০০০	মধ্যসত্ত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
স্বীকৃতি নবায়ন	৫,০০০-৩০,০০০	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষক বদলি	১,০০,০০০-২,০০,০০০	মধ্যস্বত্ত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

৫.৯ কোভিড-১৯ অতিমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় ২০২০ সালের মার্চে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়। তবে কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে এটি সফল হয়নি। এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, মাধ্যমিকের প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সংসদ টিভির মাধ্যমে ক্লাশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে বঞ্চিতদের ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। উক্ত প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বশরীরে ক্লাশ বন্ধ থাকায় অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা হলেও এই ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে। তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয় এবং জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে এটি গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে; এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

৬.২ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে।
৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৪. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।
৮. বেসরকারি সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশিক্ষণ

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১২. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে।
১৪. সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৫. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

১৭. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

১৮. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

১৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।

২০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।